Al-Ameen Memorial Minority College

(Established under Article 30 of the Constitution of India as a Muslim Minority
Govt. Aided General Degree College, Affiliated to the University of Calcutta
and included Under Section 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956.)

Jogibattala. P.O.- Dakshin Gobindapur. P.S.- Baruipur. Dist.-South 24 Parganas. Pin-700145
Phone No.: 033 2437 0111. Email: alameenmemorial@gmail.com. Website: alameenmemorial.org

Ref. No.:

Date:

To Whom It May Concern

This is to certify that Mr./Ms. Samim Jamader *of*

B.A. General. *Semester (*2nd*), Department of*

Political Science, Student ID. 22G122,

Registration No. 536-1111-0282-22,

C.U. Roll No. 222536-22-0005,

of Al-Ameen Memorial Minority College under the University of Calcutta has completed a Project of 6 months duration with the title "Basic features With major focus on Conventions & Rules of Language" *and successfully completed it under my supervision.*

Date: 14.06.2023
Place: Baruipur

(Signature) R. Khatun

Project Supervisor
Department of Political Science
Al-Ameen Memorial Minority College
Jogibattala, Baruipur, Kolkata- 700145

(Stamp: Al-Ameen Memorial Minority College, Jogibattala, ESTD-2004, Baruipur, Kol-145)

UNIVERSITY OF CALCUTTA

14

AL- AMEEN MEMORIAL MINORITY COLLEGE

SESSION-2022-2023

TOPIC- Basic features with major focus on conventions and Rules of Law of u.k

SUBJECT- POL.SCIENCE

NAME- SAMIM JAMADER

A+

CLASS-B.A, GENARAL (SEM-II)

ROLL NO- 122

REG. NO- 536-1111-0282-22

MOBILE- 9093836514

PAPER – GE2

সূচিপত্র

SL. NO	CONTENT	Page NO.
1.	শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি	01
2.	ভূমিকা	01
3.	শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির সংজ্ঞা	02
4.	শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য	03
5.	শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির উপযোগিতা	04
6.	শাসনতন্ত্রকে যুগোপযোগী করে	05
7.	ডাইসির অভিমত	10
8.	অগ্‌ম্যানের মত	11
9.	গুরুত্ব	11
10.	ঐতিহাসিক পটভূমি	12
11.	সমালোচনা	17
12.	মূল্যায়ন	18
13.	আইনের অনুশাসনের অর্থ	18
14.	গ্রন্থপঞ্জী	19

2.2 শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (conventions of the constitution)

যে-কোন দেশের শাসন ব্যবস্থায় শাসন তন্ত্রের মৌলিক ও লিপিবদ্ধ আইন সমূহের সঙ্গে সঙ্গে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন রীতিনীতি গড়ে উঠে এগুলি আইনের কাঠামোকে পরিপূর্ণ করে প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ঐ সমস্ত রীতিনীতির সৃষ্টি হয় ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিভিন্ন রীতিনীতির উদ্ভব হয়েছে. ব্রিটেনের আলোচিত

ভূমিকা:- শাসতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে শাসন তান্ত্রিক শাসন তান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব. অধ্যাপক ডাইসি সর্ব প্রথম শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (conventions of the constitution) কথাটি ব্যবহার করেন. তার আগে জন স্টুয়ার্ট মিল এগুলিকে (unwritten maxims of the constitution) হিসাবে উল্লেখ করেছেন ব্রিটিশ সংবিধান (unwritten maxims of the constitution) হিসেবে উল্লেখ করেছেন ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ অ্যানসন এগুলিকে শাসন তান্ত্রিক প্রথা (the customms of the constitution) হিসাবে অভিহিত করেছেন. প্রত্যেক দেশেই সুষ্ঠু ভাবে শাসন পরিচালনা জন্য কিছু-না কিছু প্রথা গড়ে উঠেছে. ব্রিটিশ শাসন তন্ত্রের সর্বাধিক উল্লেখ যোগ্য উৎস হল শাসন তান্ত্রিক রীতি (Edmund Burke) এর মতানুসারে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি হলো ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা (the motive power of the)

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলতে এমন কতগুলি রাষ্ট্রনীতিগুলি যেগুলি আদালত-গ্রাহ্য নয়, কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় আইনের মত মর্যাদা লাভ করে। অধ্যাপক হোয়ার (K.C Wheare) মতে শাসন তান্ত্রিক রীতি শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সেই সকল নিয়ম কানুন কে বোঝায় যা আইনের অংশ না হয়েও বাধ্যতা মূলক বলে গন্য হয় এবং দেশের রাজনৈতিক সংগঠনকে নিয়ন্ত্রন করে তার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

তার কথায়: "By convention is meant a whole collect of rules which, though not part of the law, are accepte as binding and clearly form a part of the system of government.

শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির সংজ্ঞা

অগ (Ogg)-এর মতানুসারে শাসন তান্ত্রিক রীতিনীতি হল সেই সকল বোঝাপড়া আচরণ ও অভ্যাস যার এবং সরকারী কার্যকলাপের অনেকাংশ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অগ বলেছেন:... understanding practices and habits Whch alone regulate a large portion of the actual relati and operations of the pubic authorities. মার্শাল ও মুদি (G. Marshall and G.C Modi)-র মতে, শাসন তান্ত্রিক রীতিনীতি হল শাসন তন্ত্র সম্পর্কিত এমন কতকগুলি নীতি যা শাসনতন্ত্রে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিই মেনে চলতে বাধ্য, কিন্তু যা আদালতে বলবৎযোগ্য বলবৎযোগ্য নয়। তাঁরা বলেছেন: " By the conventions of the constitution we mean certain rules those who operate the constitution but which.

ব্রিটেনে ব্যক্তির অধিকার দেশের সাধারণ আইনের উপর নির্ভরশীল, ডাইসির মতানুসারে ব্রিটেনে সরকারী কর্মচারী বা সাধারণ নাগরিক নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তির অধিকারে মতানুসারে ব্রিটেনের সরকারী কর্মচারী বা সাধারণ নাগরিক নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তির অধিকারে বেআইনী হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটলে সাধারণ আইনের মাধ্যমেই তার বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে,

সমালোচনা (Criticism): পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে ডাইসি-প্রদত্ত আইনের অনুশাসন নীতির তীব্র সমালোচনা হয়ে থাকে, বিভিন্ন দিক থেকে নানা যুক্তির ভিত্তিতে এই নীতির সমালোচনা করা হয়, সমালোচকদের মধ্যে অধ্যাপক ল্যাস্কি, জেনিংস রবসন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য,

আইনের অনুশাসন সম্পর্কে ডাইসির বক্তব্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনা সমূহের গুরুত্ব কে অস্বীকার করা যায় না, আধুনিক কালের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে ডাইসির আইনের অনুশাসনের ধারণা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সাম্প্রতিক কালে অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত সহ আইন ও শাসন-বিভাগীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটেছে তার ফলে আইনের অনুশাসনের অর্থ বহুলাংশে সীমিত হয়ে হয়ে পড়েছে, তবে এই ঘটনা কেবল ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় নয়, পৃথিবীর সকল দেশের শাসন ব্যবস্থাতেই ঘটেছে, এতদসত্ত্বেও আইনের অনুশাসনের নীতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা বা বাতিল করা যায় না, ওয়েড ও ফিলিপস্ প্রমুখ সংবিধানবিদদের মতানুসারে

মূল্যায়ন: আইনের অনুশাসনকে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার অন্যতম মূল নীতি হিসেবে এখন স্বীকার করা হয়,

ব্রিটেনে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই নীতির অবদানকে অস্বীকার করা যায়। ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব সরকারের স্বৈরী ক্ষমতার অনস্তিত্বকে প্রতিপন্ন করে। তা ছাড়া সরকারের কোন আইন-বহির্ভূত ক্ষমতা থাকতে পারে না, সরকারের সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস হল আইন, নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে সরকারী প্রশাসনকে সমর্থন করা যায় না — প্রভৃতি ধারণাসমূহের ব্যবহারিক গুরুত্বকে আজও অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটেনে আইনের অনুশাসন এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট হয়। এই ভাবে ব্রিটেনে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

আইনের অনুশাসনের আধুনিক অর্থ : আইন-বহির্ভূত কাজ করার জন্য কোন ক্ষমতা সরকারের নেই, ক্ষেত্রবিশেষে সরকার স্বাবিবেচনা মূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, তবে স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা এবং স্বৈরী ক্ষমতা এক নয় — উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তা ছাড়া বলা হয় যে আইনের ভিত্তিতেই সাধারণ আদালতের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচারপতিগণ রাজনৈতিক ও শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবেন, সর্বোপরি জনসাধারণের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে আইনের উদ্দেশ্য সামঞ্জস্য পূর্ণ হবে, অন্যথায় আইনের অনুশাসন অর্থহীন হয়ে পড়বে।